1) গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

→ মানবসভ্যতার প্রথম দিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা স্থায়ী ও অস্থায়ী বসতগুলির একটি বিশেষ রূপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের বিচ্ছিন্ন ও নিরাপত্তাহীন জীবনে গ্রামীণ বসতিই প্রথম পরিবার গঠন, সমাজগঠনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। গ্রামীণ কথাটির ইংরাজি প্রতিশব্দ Rural, এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Rus' থেকে এসেছে। যার দ্বারা কোন নগরের বাইরে থাকা দূরবর্তী ভূমিভাগকে বোঝানো হত। এই মধ্যযুগে কোন নগরের বহির্ভাগে থাকা বসতিগুলি গ্রামীণ বসতিরূপে পরিচিতি পেয়েছিল।

বিভিন্ন মানবীয় ভূগোলবিদ গ্রামীণ বসতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন —

i) বিখ্যাত মানবীয় ভূগোলবিদ Vidal-da-la-blas বলেছেন কোন পরিবেশের বৃহৎ সংস্করণই হল -

ii) বিখ্যাত ভূগোলবিদ Stump বলেছেন — যেসমস্ত জায়গায় পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়, চাষের জন্য উর্বর জমি যেখানে সহজলভ্য এবং যেখানে জঙ্গল তোলা ও বাগানের প্রচুর জমি রয়েছে সেখানে গড়ে ওঠা বসতিগুলিকে গ্রামীণ বসতি বলে।

iii) MD clark বলেছেন যে গ্রামীণ বসতি স্বাভাবিকভাবে একটি সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে যেখানে পরস্পর পরস্পরকে চেনে, নাম জানে, পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে।

iv) RN Sing এবং KN Sing এর মতে, ভূ-পৃষ্ঠে গ্রাম পরিবেশে মানবীয় বৃত্তিগুলির দৈশিক সংগঠন এবং প্রক্রিয়া, বিন্যাস ও কার্যাবলির পর্যায়ক্রমিক বিবরণ হল গ্রামীণ বসতি।

v) বাংলাদেশের বিখ্যাত বসতি বিশারদ আবদুল বাকী ও জামাল খান বলেছেন — "রাস্তাঘাটের সীমিত সুযোগ-সুবিধাকে ভিত্তি করে বিক্ষিপ্তভাবে যেসমস্ত মানববসতি গড়ে ওঠে তাকে গ্রামীণ বসতি বলে।

পরিশেষে উপরিউক্ত ভৌগোলিকদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় কৃষিভূমি, বনভূমি ও উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলামেলা ও বিস্তৃত জায়গায় বিক্ষিপ্ত বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা যে সুসংবদ্ধ মনুষ্য বসতিতে অধিবাসীরা প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন– কৃষিকাজ, মাছ চাষ, পশুপালন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবননির্বাহ করে এবং যেখানে জনবসতির সংখ্যা ও ঘনত্ব কম তাকে গ্রামীণ বসতি বলে।

✻ ভারতীয় আদমশুমারী অনুযায়ী সংজ্ঞা :–

ভারতীয় জনগণনা আয়োগের মতে গ্রাম হল একটি অনুকূল বা সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত বহু বাসগৃহের সমারোহ। সরকারি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরল সমারোহ। সরকারি ভাষায় এগুলি মৌজা নামে পরিচিত। এই গ্রামীণ বসতি নির্ধারণের মানদণ্ড হল—

(ক) জনসংখ্যা সর্বাধিক 5000 জনের কম হবে।

(খ) জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 400 জনের কম।

(গ) মোট পুরুষকর্মীর 75 % বা তার বেশী কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে।

(ঘ) প্রশাসনতান্ত্রিক দিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

✻ বৈশিষ্ট্য: গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) গঠন ও প্রকৃতি: গ্রামীণ বসতি হল খোলামেলা উন্মুক্ত প্রান্তরে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা ছোট ছোট কাঁচা বাড়ির সমারোহ।

(২) বাসগৃহের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও প্রকৃতি: গ্রামীণ বসতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এদের অবস্থানজনিত পারস্পরিক দূরত্ব। এই চরিত্র বিশেষ গ্রামীণ জনবসতি নির্মাণে একটি বিশেষ উপলব্ধি তৈরী করে। গ্রামীণ বসতগৃহগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাটি, বাঁশ কিংবা অবিন্যস্ত পাথর দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

তবে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের গ্রামীণ বসতি কংক্রিটের হয়।

③ জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব : বিভিন্ন জলবায়ু অবস্থা জনসংখ্যার জন্য গ্রামের লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব কম। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে গ্রামীন বসতির জনসংখ্যা 50-1000 জন, তবে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে এই জনসংখ্যা সাধারণত 5000 জন বা তার বেশী হতে হবে এবং জনঘনত্ব হবে গড়ে 50 - 100 জন / বর্গকিমি। তবে ভারতবর্ষে গ্রামগুলির গড় ঘনত্ব 400 / জন বর্গকিমি হয়ে থাকে।

④ আর্থিক ভিত্তি ও পেশা : গ্রাম প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভরশীল। এখানে মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, ভারতের মত গ্রামের 75% মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, গ্রামীন বসতিতে জীবিকার বৈচিত্র্য তেমন থাকে না।

⑤ সুযোগ - সুবিধা : গ্রামীন বসতিগুলিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মত সুযোগ-সুবিধা অনেক কম থাকলেও প্রাকৃতিক সম্পদগত সুযোগসুবিধা যথেষ্ট বেশী থাকে।

গ্রামের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ ও বিস্তৃতি কম।

⑥ সামাজিক সম্পর্ক : গ্রামবাসীদের ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত ভেদাভেদ থাকে। তবে পারস্পর সহানুভূতিশীল সমমানসিকতাযুক্ত আচার - ব্যবহার অকৃত্রিম ও আনুষ্ঠানিক নয়। পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশী গভীর এবং খুবই ব্যক্তিগত।